

অধ্যায়-৪: ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন

প্রশ্ন ১ গ্রামের বাজারে সিয়ামের একটি ঔষধের দোকান আছে। সিয়াম তার ঔষধ ব্যবসার লাইসেন্স নবায়নের জন্য ঔষধ প্রশাসনের কার্যালয়ে গেলে দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেন। আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর সিয়ামের মুঠোফোনে একটি ক্ষুদ্রে বার্তা আসে। তাতে বলা হয়, তার লাইসেন্স নবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়া লাইসেন্স নবায়ন হয়ে যাওয়ায় সিয়াম খুব খুশি।

(ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ২/)

- ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
- খ. গণভোট বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সিয়ামের লাইসেন্স দ্রুত নবায়নের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে বা জনগণের মতামত যাচাইয়ের জন্য যে ভোট গ্রহণ করা হয় তাকে গণভোট (Referendum) বলা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো গণভোট। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে গণভোটের মাধ্যমে সাধারণত প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হয়। যেমন— ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে ব্রিটেনে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হলে ২০১৬ সালের ২৩ জুন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে শাসকদের প্রতি জনসমর্থন যাচাই ও সরকার পন্থতি পরিবর্তন নিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঔষধ ব্যবসায়ী সিয়ামের লাইসেন্স দ্রুত নবায়নের ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স (E-governance) বলা হয়। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভান্ডার ও কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সংযুক্ত করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দেশের সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিয়াম তার ঔষধ ব্যবসায়ের লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য ঔষধ প্রশাসনের কার্যালয়ে গেলে দায়িত্বরত কর্মকর্তা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেন। সিয়াম লাইসেন্স নবায়নের আবেদন জমা দেওয়ার কিছুদিন পর তার মুঠোফোনে ক্ষুদ্রে বার্তার মাধ্যমে জানানো হয়, লাইসেন্স নবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার ফলে এ কাজটি সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ই-গভর্নেন্সে সময় বাঁচে এবং কাজের খরচও কমে। ই-গভর্নেন্সের সুবাদেই জনগণ অনলাইনে খুব সহজে সরকারের কাছে বিভিন্ন আবেদন জমা দিতে পারে। ব্যবসায়ীরাও ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে টেন্ডারে অংশ নেওয়া সহ বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে। উদ্দীপকের সিয়াম এ ধরনের শাসনব্যবস্থারই সুফল ভোগ করছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা একটি ব্যয়বহুল ও প্রযুক্তিগতভাবে কিছুটা জটিল প্রক্রিয়া। সরকারের প্রতিটি দপ্তরের ওয়েবসাইট যথাযথভাবে চালু রাখা ব্যয় ও শ্রমবহুল কাজ। ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো ও প্রযুক্তিপণ্য এখনো বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিক অবস্থার দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। উন্নয়নশীল দেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলোর মধ্যে আরও রয়েছে ইন্টারনেট সেবার সীমিত পরিসর, ধীরগতি ও অধিক মূল্য। এ সব সমস্যার কারণে সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করা এখনো কঠিন। দক্ষ জনবল সংকটের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স চালু বা সেবা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এ দেশে বিদ্যুতের তুলনামূলকভাবে চড়া মূল্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা তথ্যপ্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের প্রসারের পথে অন্যতম বাধা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ই-গভর্নেন্সের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা। শিক্ষা ও প্রচারণার অভাবে জনগণের একটা বিশাল অংশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে অজ্ঞ।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকারের সদিচ্ছা ছাড়াও জনগণের আগ্রহ ও উদ্যোগ থাকা আবশ্যিক।

প্রশ্ন ২ 'ক' একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনকল্যাণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি সব স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের ওপর জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার, ল্যাপটপ বিতরণ করছে।

(ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. ICT-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার কী প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'ক' রাষ্ট্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT-এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology।

খ সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভান্ডারের সাথে জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। তবে এ ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদান কেবল সরকার ও নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সরকারের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সাথে অন্য সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। এর ফলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ই-গভর্নেন্স বলতে এমন একটি শাসন প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা ও তথ্য জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পেতে পারে। এ ধরনের শাসন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কার্যকর সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ই-গভর্নেন্স সরকারের স্বচ্ছতা বাড়ানোর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্কে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। বর্তমান যুগে জনগণ সহজে ও দ্রুত সরকারি সেবা পেতে চায়। সরকারও চায় অল্প সময়ে অধিক সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে। তাই বর্তমান বিশ্বের সরকারগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ওপর জোর দিচ্ছে। কেননা এখনকার যুগে ই-গভর্নেন্স ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। উদ্দীপকের উন্নয়নশীল রাষ্ট্র 'ক' এর সরকারও ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এর সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের প্রসার ঘটাতে স্কুল-কলেজে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ বিতরণ করেছে। দেশটির সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আর এটা করার একটি কার্যকর উপায় হলো ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সরকার ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ঘ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে 'ক' রাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত করতে হবে। প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সব জায়গায় সহজলভ্য করতে হবে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্সের সেবা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ই-গভর্নেন্স চালুই শেষ কথা নয়, এর সফল বাস্তবায়নের দিকে যত্নবান হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন এসডিজি) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-গভর্নেন্স এখন সময়ের দাবি। কোনো দেশের সরকারি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ই-গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথ থেকে প্রতিবন্ধকগুলো দূর করা। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারকে জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি উল্লিখিত সহায়ক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ৩ তথ্য প্রযুক্তির কারণে 'ক' রাষ্ট্রে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

রা. বো., ক. বো., চ. বো., ঘ. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৬/

- | | |
|--|---|
| ক. জনসেবা কী? | ১ |
| খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কী ধরনের ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক— তুমি কি একমত? | ৪ |

ক অন্যের কল্যাণে আত্মনিবেদনের মহান ব্রতই জনসেবা।

খ ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও যোগাযোগের অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস এর UCLA (University of California, Los Angeles) ল্যাবরেটরিতে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষ দ্রুত, অপেক্ষাকৃত কম খরচে এবং সহজে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। তথ্যের প্রাপ্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে ইন্টারনেট।

গ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ই-গভর্নেন্সের সুফল ভোগ করছে।

ই-গভর্নেন্স হলো (Electronic Governance) প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন। সংক্ষেপে বললে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান কার্যক্রমকে ই-গভর্নেন্স বলা যায়। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হলো শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে ডিজিটাল যন্ত্র-সরঞ্জাম তথা প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো। এর আওতায় সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, সহজে ও দ্রুত নাগরিকদের সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ চালানো হয়। এখন আর যে কোনো সাধারণ তথ্য বা সেবা পেতে সশরীরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে হাজির হতে হয় না। ফলে নাগরিকদের অর্থ ও সময় দুটোরই সাশ্রয় হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে সরকার যে সেবা দিচ্ছে তা জনগণের কাছে পৌঁছানো সহজতর হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষার ফল জানা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, ট্রেনের টিকিট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, সরকারি চাকরির আবেদন করা, কর ও পরিসেবার বিল দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া এসব কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনে করতে পারছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ই-গভর্নেন্স এর সুফল ভোগ করছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক - কথাটির সাথে আমি একমত।

সরকারি কার্যক্রমের তথ্য ও বিভিন্ন সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। দুর্নীতি সুশাসনের পথে বড় বাধা। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণই হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায়।

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকারের শাসন সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় (কিছু স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া) জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে রাষ্ট্রের কোথায় কী হচ্ছে, সরকার কী করছে সে সম্পর্কে জনগণ সহজেই একটা ধারণা পায়। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন খুব কম বিষয়ই জনগণের কাছ থেকে গোপন করতে পারেন। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু থাকলে সাধারণত সরকার যা খুশি তাই করতে পারে না। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়। এ কারণে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের ওপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত প্রশাসনে আমলাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতির পথে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দুর্নীতি নির্মূল করতে ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক।

প্রশ্ন ৮ 'ক' ইউনিয়নে ই-তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু আছে। উক্ত কেন্দ্রে ইউনিয়নবাসী সব ধরনের তথ্য ও ইন্টারনেট সেবা পেয়ে থাকে। এখান থেকে বিদেশে যাবার জন্য নিবন্ধন করা হয়। ইউনিয়নের ওয়েবসাইটে সব ধরনের প্রকল্প, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় সুবিধাভোগীর নাম দেওয়া আছে। মানুষ ওয়েবসাইটে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারে।

টা. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১১/

- ক. অধিকারের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. পরিবার কীভাবে জনমত গঠন করে? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তথ্য সেবা কেন্দ্রটি ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হচ্ছে নাগরিক জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

খ পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

পরিবার জনমত গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। পরিবারে পিতামাতা ও অন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত ও চিন্তাভাবনা শিশু-কিশোরদের মনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। শিশুরা সাধারণত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের রাজনৈতিক আদর্শ ও আনুগত্যকে অনুসরণ করে। ঘরোয়া আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এ বিষয়টি রাজনৈতিক মতামত গঠনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এভাবে পরিবার জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রম আমার পাঠ্যবইয়ের ই-গভর্নেন্সকে নির্দেশ করে।

ই-গভর্নেন্স হলো (Electronic Governance) প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন। সংক্ষেপে বললে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান কার্যক্রমকে ই-গভর্নেন্স বলা যায়। এর আওতায় সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, সহজে ও দ্রুত নাগরিকদের সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ চালানো হয়। এক কথায়, ইন্টারনেট তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সেবা কার্যক্রম উন্নয়নের পন্থাটিই হলো ই-গভর্নেন্স।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'ক' ইউনিয়নে ই-তথ্য সেবা কেন্দ্রে তথ্য ও ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে এলাকাবাসী বিদেশে যাওয়ার নিবন্ধন ফরম পূরণ করতে পারছে। ইউনিয়নের ওয়েবসাইটে সব ধরনের সরকারি প্রকল্প, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা থাকে। এ ওয়েবসাইটে ইউনিয়নবাসী তাদের মতামত তুলে ধরতেও পারছে। ফলে তারা দ্রুত সরকারি সেবা পাচ্ছে। এ সবই ই-গভর্নেন্সের ফলে সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ঘরে বসে পরীক্ষার ফল জানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, ট্রেনের টিকিট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, চাকরির আবেদন করা, কর দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া এসব কাজ মানুষ সহজে করতে পারছে। 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রমেও ই-গভর্নেন্সের বেশ কিছু সুবিধার চিত্র ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' ইউনিয়নের কার্যক্রমে ই-গভর্নেন্সেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ তথ্য সেবা কেন্দ্রটি ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা। আর এ যুগে ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। আইনের শাসন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, জনগণের অংশগ্রহণ, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। অন্যদিকে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবাকে দ্রুত ও কার্যকর পন্থায় নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া হলো ই-গভর্নেন্স। এ পন্থাটিতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন দ্রুত জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, তেমনি স্বচ্ছতার বিষয়টিও স্পষ্ট থাকে। উদ্দীপকের তথ্য সেবা কেন্দ্রটি এর বাস্তব প্রমাণ।

উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যসেবা কেন্দ্রটি ইন্টারনেট তথা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে দিচ্ছে। এতে জনকল্যাণের পাশাপাশি সেবার মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করলে ইউনিয়নে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ সুশাসন নাগরিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। আর ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে নাগরিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্স চালু করা সম্ভব হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে, কাজকর্মে গতিশীলতা বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং অর্থের সাশ্রয় হবে। আর এগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে। পরিশেষে বলা যায়, 'ক' ইউনিয়নের তথ্য সেবা কেন্দ্রটি সচল থেকে সেবার মান ধরে রাখলে ঐ ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

প্রশ্ন ৫ জনাব আফসানুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি অনলাইনে কর পরিশোধ করেন। ব্যবসায়িক লাইসেন্স নবায়নের জন্য তিনি অনলাইনে আবেদন করেন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে যথাসময়ে নবায়নকৃত লাইসেন্স পেয়ে যান।

টা. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ৪/

- ক. সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব আফসানুল ইসলাম কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার সুফল পাচ্ছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম কী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Good Governance.

খ ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যবহৃত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) এবং এগুলো ব্যবহারের কৌশলকে বোঝায়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে সহজ ও উন্নততর করা যায়।

ডিজিটাল পন্থাটিতে কর পরিশোধ বা পাসপোর্টের আবেদনের মতো নাগরিক সেবা গ্রহণ, গণপরিবহনের আসন সংরক্ষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে সরাসরি সভা-সেমিনার করা, ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে দূর থেকেই পড়াশোনা করা ইত্যাদি বহুমুখী কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এরফলে মানুষের অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৬ রোহানের রাষ্ট্রের সরকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। এতে সরকারের কাজের গতি বেড়েছে, জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু রোহান মনে করে, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের অভাবে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে সে আশাবাদী, সরকার আরও কিছু উদ্যোগ নিলে এটি সফল হবে।

টা. বো. ১৭/ প্রশ্ন নং ১০/

- ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
 খ. ই-গভর্নেন্স কেন দুর্নীতি রোধে সহায়ক? ২
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলো ছাড়াও উক্ত ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নে আরো সমস্যা রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. এটি বাস্তবায়নের জন্য রোহানের সরকারের আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ দুর্নীতি সূশাসনের পথে বড় বাধা। দুর্নীতি নৈতিকতার বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণই হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায়। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। এতে করে জনগণ সহজেই প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়। এ কারণে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সূশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই বলা যায় ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে যে সকল সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আরো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ:

ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার না করতে পারে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের বিশেষ বাধা। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সেবার সর্বজনীনতা, উচ্চগতি ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যমান না থাকা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের আরেকটি অন্তরায়। এ সমস্যার কারণে অল্প সংখ্যক লোক ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব দেখা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার আরেকটি বাধা হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি জনগণও সূশাসন এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স একটি যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যিক। তাহলে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হবে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৭ জনগণ এখন খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে। তবে একথাও সত্য যে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও এই সেবার সুফলভোগী নয়।

ক/বো. ১৭/প্রশ্ন নং ৮/

- ক. SMS এর পূর্ণরূপ কী? ১
 খ. ল্যাপটপ বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকে যে শাসনের প্রতি ইজিত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩
 ঘ. এই ধরনের শাসন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক SMS- এর পূর্ণরূপ Short Message Service.

খ ল্যাপটপ হলো সহজে বহনযোগ্য ব্যক্তিগত কম্পিউটার।

একটি হালকা ল্যাপটপে ডেস্কটপ কম্পিউটারের প্রায় সব উপাদান ও কার্যকারিতা একত্রিত করা হয়। এতে শুধু একটিমাত্র বহনযোগ্য যন্ত্রে মনিটর, স্পিকার, কী-বোর্ড এবং টাচপ্যাড থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ ল্যাপটপের সঙ্গেই ওয়েবক্যাম এবং মাইক্রোফোন থাকে। ব্যাটারির মাধ্যমে ঘরের বাইরে যে কোনো স্থানে এবং এডাল্টের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যুত সংযোগ দিয়ে দুভাবেই ল্যাপটপ চালানো যায়। কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং বিনোদনসহ বিভিন্ন কাজে ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়। একে নোটবুক কম্পিউটার বা শুধু নোটবুকও বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্স বা প্রযুক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থার প্রতি ইজিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic Governance)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা সহজে জনগণের কাছে পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে। যেমন: ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি পরিসেবার বিল শোধ করা, আয়কর দেওয়া, টেন্ডারে অংশ নেওয়া, চাকরির আবেদন করা, সরকারি রেল, বাস বা বিমানের টিকিট কাটা, অনলাইন ব্যাংকিং করা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রোহানের রাষ্ট্রের জনগণ খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। তারা ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল দিতে পারছে; যা ই-গভর্নেন্সের উপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শাসনব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণকে শাসন কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা। এ শাসনব্যবস্থার বেশ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন— সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সূশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজে লাগানো। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা। সরকারের তিনটি অঙ্গ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা। এছাড়া অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাড়ানো, ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন করা প্রভৃতি ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সূশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই ই-গভর্নেন্স এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনো ই-গভর্নেন্স সেবার সুফলভোগী নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যেন এ শাসনব্যবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এটিকে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়:

প্রথমত, ইন্টারনেট এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহজে ও কম মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। তৃতীয়ত, সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থত, ই-গভর্নেন্স এর সেবা ও সুবিধাসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চমত, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে এ মনোভাব পোষণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তারা জনগণের সেবক, প্রভু নয়।

ঘষ্ঠত, জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সপ্তমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্সকে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করতে হলে দেশের সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। কম মূল্যে ইন্টারনেট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য দেশের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৮ 'X' রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভর্তি ফরম পূরণ, চাকরির আবেদন, টেন্ডার, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল, কর পরিশোধসহ সকল প্রকার লেনদেন হয়ে আসছে। জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, অফিস-আদালতসহ প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত হয়েছে। জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে।

- ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী? ১
খ. ই-সেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রের কোন সেবার কথা বলা হয়েছে? তার সুফল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সুফল পেতে হলে কী কী প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে— তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও বিভিন্ন সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক ধরনের ব্যবস্থা; যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারেন।

খ তথ্য ও প্রযুক্তি (ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন) ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্য এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খুব দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে নাগরিকগণ অনেক ধরনের সেবা ঘরে বসেই পেয়ে থাকেন। যেমন— ইন্টারনেটের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল জানা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম পূরণ ও পরীক্ষা দেওয়া, চাকরির আবেদন করা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, অনলাইনে কর প্রদান, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল প্রদান প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্সের বিভিন্ন সেবার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, 'X' রাষ্ট্রের জনগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (ভর্তি ফরম পূরণ, চাকরির আবেদন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল প্রদান) প্রভৃতি অনলাইনে সম্পাদন করছে। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন অফিস-আদালতে জনগণ এই সেবা নিতে পারছে। মোটকথা ই-গভর্নেন্সের সুফল অনেক।

ই-গভর্নেন্সে স্বচ্ছতাকে বড় করে দেখা হয়। সরকার কী কী কাজ করছে, কেন করছে, কোন মূলনীতির ওপর সরকার সিদ্ধান্ত বা নীতি প্রণয়ন করছে, ই-গভর্নেন্স জনগণকে তা জানতে সাহায্য করে। আর এবূপ স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌঁছানো। সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় কমিয়ে দেয় বলে এ ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী। এছাড়া ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য সরকারি তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। যার ফলে, সরকার কী করছে, কীভাবে করছে, আর্থিক লেনদেন কীভাবে হচ্ছে— জনগণ তা সহজেই জানতে পারে বলে দুর্নীতি প্রতিরোধে ই-গভর্নেন্স প্রশংসা অর্জন করেছে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৯ পারভীন খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় বাস করে। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চায়। তাই সে অনলাইনে আবেদন করে। তার বাবা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র হতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন করে। তারা সবাই এসব সুবিধা পেয়ে খুশি। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটে, তার মা ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে কিছু টাকা হারায়।

সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৪: বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা; প্রশ্ন নং ৪।

- ক. স্বচ্ছতা কী? ১
খ. দ্বি-মুখী যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কোন ধরনের ব্যবস্থা উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে? উক্ত ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে থেকে কোনো কাজ নিয়মনীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাকে স্বচ্ছতা বলে।

খ ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় যখন পারস্পরিক যোগাযোগ বা সেবা কার্যক্রম সরকার ও নাগরিক, সরকার ও তার কর্মকর্তাদের মাঝে, এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যে যোগাযোগ হয় তাই দ্বি-মুখী যোগাযোগ। এ ক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেটে সংলাপে বসতে পারেন। তাদের সমস্যা, অনুরোধ ও মন্তব্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে। দ্বি-মুখী যোগাযোগ পদ্ধতির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো টেলিফোন, মোবাইল ফোন। কেননা, এগুলোর মাধ্যমে দুজন একই সাথে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১০ গ্রামের মেয়ে মনীষা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার পর দিন এসএমএস দিয়ে জানানো হলো যে, সে ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাষ্ট্রের এ ধরনের সেবা পেয়ে তার মা-বাবা ভীষণ খুশি।

সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৪।

- ক. আইনের শাসন কী? ১
খ. দ্বিমুখী যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মনীষার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে? উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের শাসন বলতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য থাকাকে বোঝায়।

খ সৃজনশীল ৯ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১১ শফিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারি বেঁধে গেলে শফিক মোবাইলে সেই দৃশ্য গোপনে ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে দৃশ্যাবলি যাচাই করে প্রকৃত অপরাধীদের আটক করতে সক্ষম হয়।

সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৪: নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ; প্রশ্ন নং-৯।

- ক. ICT'র পূর্ণরূপ কী? ১
 খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. শফিকের ভূমিকায় সরকারের কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? বর্ণনা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের দ্বারা কী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে এটি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT'র পূর্ণরূপ Information and Communication Technology.

খ ইন্টারনেট হলো পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিরাট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। একে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কও (Internet Network) বলা হয়।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস এর UCLA (University of California, Los Angeles) ল্যাবরেটরিতে ইন্টারনেটের সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স, অপেরা, গুগলক্রম ইত্যাদি অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষ ফলপ্রসূভাবে এবং সুলভে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে।

গ উদ্দীপকের শফিকের ভূমিকায় নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কে C2G দ্বারা প্রকাশ করা হয়। C2G হলো Citizen to Government। C2G সম্পর্ক হলো সরকারের সাথে নাগরিকের যোগাযোগ করার একটি প্রক্রিয়া যাতে নাগরিকগণ তাদের মতামত প্রদান ও সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে পারে। নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ই-ফিডব্যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ই-ফিডব্যাক হলো আইসিটির মাধ্যমে সরকারকে তার কাজ সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রক্রিয়া। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনলাইনের মাধ্যমে সরকারকে ফিডব্যাক দিতে সাহায্য করে। ফলে জনগণ দ্রুত ফিডব্যাক দিতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারি বেঁধে গেলে শফিক গোপনে সেই দৃশ্য ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে দৃশ্যাবলি যাচাই করে প্রকৃত অপরাধীদের আটক করতে সক্ষম হয়। শফিকের উক্ত ভূমিকা অর্থাৎ, আইসিটির মাধ্যমে সরকারকে নাগরিক কর্তৃক সহযোগিতা করার ফলে যেমন অপরাধী শনাক্ত করা সহজ হয়েছে, তেমনি নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কটিও বেশ জোরালো হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শফিকের ভূমিকায় নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি ফুটে উঠেছে এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ই-গভর্নেন্স।

ঘ উদ্দীপকের দ্বারা ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য ই-গভর্নেন্স অত্যন্ত জরুরি। ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে নাগরিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়, যা উদ্দীপকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত বিষয় জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে কোথায় কী হচ্ছে, সরকার কী করছে তা জনগণ সহজেই জানতে ও বুঝতে পারে। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকার যা খুশি তাই করতে পারে না। দুর্নীতি সূশাসনের বড় বাধা। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সম্পৃক্ততা বেশি থাকে এবং জনগণ সচেতন থাকে। ফলে

সরকারের কোনো সেটরে দুর্নীতি করার সুযোগ থাকে না। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় আমলাদের পক্ষে গোপনে স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব হয় না। সকল কর্মকাণ্ড সরকারের নখদর্পনে চলে আসে। ফলে আমলারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন, যা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। এই শাসনব্যবস্থায় খুব সহজেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে আর এটি নিশ্চিত করে ই-গভর্নেন্স। এছাড়াও বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, শাসনকার্যে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রাপ্তির সহজ লভ্যতাসহ প্রভৃতি কাজে ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ১২ জনাব কামাল ভূমি অফিসের একজন সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা। তিনি লক্ষ করলেন, ভূমি অফিসের বিভিন্ন কাজ দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে হচ্ছে না। তিনি জনগণের অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধে ই-সেবা কার্যক্রম চালু করলেন। ফলে জনগণ সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছে এবং অফিসের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হয়েছে।

[স. বো. ১৬/ প্রশ্ন নং ৩/]

- ক. এসএমএস কী? ১
 খ. ICT বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকের জনাব কামাল কোন ধরনের গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা পালন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক এসএমএস হলো- শর্ট মেসেজ সার্ভিস (Short Message Service).

খ ICT-এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)।

অল্পসময়ে, নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান এবং দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি ধারণাটি বহুমুখী ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। রেডিও, টেলিভিশন, সেলুলার ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার প্রভৃতি উপাদান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রশাসনিক কাজে, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মহাকাশ গবেষণা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানবসভ্যতার প্রগতির ধারা আরো গতিশীল হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৩ বৃপকানিয়া গ্রামের জমির উদ্দিন একজন দিনমজুর। তার একমাত্র সন্তান এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। সে অনলাইনে ফরম সংগ্রহ ও পূরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়। ছেলের সাথে জমির উদ্দিন সবসময় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাঠান।

[স. বো. ১৬/ প্রশ্ন নং ৪/]

- ক. ICT এর পূর্ণরূপ কী? ১
 খ. ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে কীভাবে স্বচ্ছতা আনা যায়? ২
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভর্তি ফরম পূরণ ছাড়াও ই-গভর্নেন্সের অন্য সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সেবাসমূহ বহুল প্রচলিত হলেও প্রতিবন্ধকতামুক্ত নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT-এর পূর্ণ রূপ হলো Information and Communication Technology।

খ ই-গভর্নেন্সের অন্যতম বড় সুবিধা হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহের সুযোগ। এ ব্যবস্থায় সরকারি প্রায় সব কার্যক্রম ও নাগরিক সেবা অনলাইনভিত্তিক হয় বলে দীর্ঘসূত্রিতা, অস্বচ্ছতা ও স্বজনপ্রীতিসহ অনিয়মের সুযোগ কম। সরকার কী কাজ করছে, কীভাবে করছে, উন্নয়ন কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ সহজেই তা জানতে পারে। ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। আর এ স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করে, যা কোনো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে যে সকল সুবিধার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা। এ সকল সুবিধা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ—

ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার না করতে পারা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের বিশেষ বাধা। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সেবার সর্বজনীনতা, উচ্চগতি ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যমান না থাকা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের আরেকটি অন্তরায়। এ সমস্যার কারণে অল্প সংখ্যক লোক ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব দেখা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার আরেকটি বাধা হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি জনগণও সুশাসন এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স একটি যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যিক। তাহলে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হবে।

প্রশ্ন ১৪ ধীরে ধীরে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তে কী ঘটছে তা সহজে জানা যাচ্ছে। ঢাকা শহরের একজন ছাত্র প্যারিস নগরীতে কর্মরত তার ভাইয়ের সাথে কথা বলছে, মোবাইল ফোনে ক্ষুদ্রে বার্তা পাঠাচ্ছে। ব্রগাররা তাদের চিন্তাচেতনা লিখে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখছে অনেক মানুষ। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ আজ একে অপরের সন্নিকটে। বাংলাদেশও তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে।

[কৃ. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৫।]

- ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
খ. সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে তথ্য ও প্রযুক্তির যে ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকরী? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধাকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকার বলতে সেইসব জন্মগত অবিচ্ছেদ্য অধিকার বোঝায়, যার মাধ্যমে মানুষ তার আপন সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য অবাধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকদের সেসব সুযোগ-সুবিধা, যা নাগরিকদের বেঁচে থাকা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নানাবিধ মৌলিক অধিকার দিয়ে থাকে। সংবিধান স্থগিত বা জবুরি অবস্থা ঘোষণা ছাড়া রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বাতিল করতে পারে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬নং অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৫ 'X' নামক রাষ্ট্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জনগণ এখানে অনলাইনের মাধ্যমে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল পরিশোধ করে থাকে। সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রক্রিয়াও এখানে অনলাইনভিত্তিক। জনগণ ঘরে বসেই ইন্টারনেটের সাহায্যে যে কোনো সরকারি তথ্য, ঘোষণা ও সেবা পেতে পারে। *[সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৮; বাম্পরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, প্রশ্ন নং ৫; নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ, প্রশ্ন নং ১১।]*

- ক. ই-সেবা কী? ১
খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সুফল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি থেকে অধিক সুফল পেতে হলে কী কী বাধা অতিক্রম করতে হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য ও প্রযুক্তি (ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন) ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৬ নিশাতের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। এতে সরকারের কাজের গতি বেড়েছে, জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু নিশাত মনে করে শিক্ষার অভাব, তথ্য-প্রযুক্তির জ্ঞানের অভাব ইত্যাদির কারণে এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তবে নিশাত আশাবাদী সরকার আরও কিছু উদ্যোগ নিলে এটি পুরোপুরি সফল হবে। *[সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৪।]*

- ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স কেন দুর্নীতি রোধে সহায়ক? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও 'উত্তম ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নের আরো সমস্যা রয়েছে।'— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এটি বাস্তবায়নের জন্য নিশাত এর সরকারের আরো কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ দুর্নীতি সুশাসনের বড় বাধা। দুর্নীতি নৈতিকতার বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণ হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। এতে করে জনগণ খুব সহজেই প্রশাসন ও

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লোক চক্ষুর অন্তরালে কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা দূর হয়। এ কারণে দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই বলা যায় ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাটি বাস্তবায়নে আরো সমস্যা রয়েছে। ই-গভর্নেন্স-এর বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিম্নরূপ—

ই-গভর্নেন্সবান্ধব অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুতের ব্যবহার না করতে পারা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের বিশেষ বাধা। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট সেবার সর্বজনীনতা, উচ্চগতি ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যমান না থাকা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের আরেকটি অন্তরায়। এ সমস্যার কারণে অল্প সংখ্যক লোক ইন্টারনেট সেবার আওতাভুক্ত হতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব দেখা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার আরেকটি বাধা হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচারণার যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি জনগণও সুশাসন এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স একটি যুগোপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যিক। তাহলে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন অনেকেংশে সহজ হবে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৭ মি. জনি তার রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মিডিয়া কর্মীরা জানতে চাইলে তিনি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স চালু করা, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সরকারি অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ই-সেবা চালু করা তার প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বি. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ৪/

- | | |
|---|---|
| ক. ই-গভর্নেন্স অর্থ কী? | ১ |
| খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে মি. জনি'র পরিকল্পনাটি কীসের ইজিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স (Electronic governance)।

খ রাজনৈতিক দল (Political party) হলো কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে।

সাধারণত রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য থাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, সরকার গঠন ও পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, সব নাগরিকের কল্যাণের জন্য কাজ করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই রাজনৈতিক দলই হলো এই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।

ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা দান। এর মাধ্যমে জনগণ খুব সহজেই তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্র ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়।

উদ্দীপকের মি. জনি সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা বাস্তবায়িত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে—

ই-গভর্নেন্স সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সরকারের সাথে নাগরিকের (G2C), নাগরিকের সাথে সরকারের (C2G) এবং সরকারের সাথে ব্যবসার (G2B) তথ্যের প্রবাহ ও সম্পর্ক স্থাপন সহজ হবে। আবার জনগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, ডাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরকারি সেবা সহজেই পাবে। তাছাড়া ই-টেডার, ই-লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কারণে সরকারি কাজের ঠিকাদারি ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হবে। ফলে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নত হবে। এসব কারণে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। এটি সুশাসনের জন্য সহায়ক। এছাড়া ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়িত হলে সরকারের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি কমবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে, সময় বাঁচবে, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বাড়বে, মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার মাধ্যম হলো ই-গভর্নেন্স। সুতরাং কোনো রাষ্ট্র ও সমাজে যদি ই-গভর্নেন্সের ব্যাপক প্রচলন নিশ্চিত করা যায় তাহলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

প্রশ্ন ১৮ জনাব মারুফ কয়েকদিন আগে একটি রাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, ঐ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ও সেবা কার্যক্রমে অনলাইনের কোন ব্যবহার নেই। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ। জনগণকে সরকারি তথ্যও জানতে দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রটিতে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই।

সি. বো. '১৬' প্রশ্ন নং ৩; নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ প্রশ্ন নং ৯/

- | | |
|---|---|
| ক. ই-গভর্নেন্স কী? | ১ |
| খ. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় কীসের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. রাষ্ট্রটির শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে তোমার সুপারিশ সমূহ লিখ। | ৪ |

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ সিংস্বান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত না করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়াই হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের সিংস্বান্ত গ্রহণ সহজ হয়, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে জেলা বা থানা পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হয়। ফলে জেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দেশের নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের হাতে অধিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

গ উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্সের অভাব রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স হলো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শাসনব্যবস্থা। এটি কার্যকর করার উপাদানগুলো হলো— মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি। বর্তমানে উন্নত রাষ্ট্রগুলো ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে শাসনব্যবস্থার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের ফলে জনগণ, সরকার ও বিরোধী দল সর্বদাই পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে পারছে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিও মজবুত হচ্ছে।

উদ্দীপকের জনাব মারুফের ভ্রমণ করা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ও সেবা কার্যক্রমে অনলাইনের ব্যবহার নেই। ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সহজেই দুর্নীতিপরায়ে হয়ে উঠছে। আবার জনগণের কাছে সরকারি তথ্য গোপন করার ফলে সরকারের সাথে জনগণের সুসম্পর্ক বজায় থাকছে না। অর্থাৎ, উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্সের পুরোপুরি অভাব রয়েছে।

ঘ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে 'ক' রাষ্ট্রের প্রায়ুক্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত করতে হবে। প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সব জায়গায় সহজলভ্য করতে হবে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্সের সেবা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ই-গভর্নেন্স চালুই শেষ কথা নয়, এর সফল বাস্তবায়নের দিকে যত্নবান হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন এসডিজি) উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-গভর্নেন্স এখন সময়ের দাবি। কোনো দেশের সরকারি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ই-গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথ থেকে প্রতিবন্ধকগুলো দূর করা। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের সরকারকে জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি উল্লিখিত সহায়ক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১৯ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। চাকরির জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

- | | |
|---|---|
| ক. সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে? | ১ |
| খ. ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য লিখ। | ২ |
| গ. 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা কী ধরনের সুফল পাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা 'অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূল' বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করে বিশ্বব্যাংক।
- খ** ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকেই ই-গভর্নেন্স বলে। ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য হলো-
১. সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং
 ২. সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা।

গ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে। ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের

ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো। উদ্দীপকের জনাব আফসানুল ইসলাম এ ধরনের শাসনব্যবস্থার সুফল পাচ্ছেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। চাকরির জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে ঘরে বসেই তাদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারছে। যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার সুফলকেই নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক— উক্তিটি সঠিক।

উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার প্রতি ইজিত করা হয়েছে। কেননা উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে ঘরে বসেই ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। তাছাড়া চাকরির জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের এরূপ ব্যবস্থা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। আর ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ২০ জনগণ এখন খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে। তবে একথাও সত্য যে, ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও এই সেবার সুফলভোগী নয়।

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

- | | |
|--|---|
| ক. SMS-এর পূর্ণরূপ কী? | ১ |
| খ. ল্যাপটপ বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে যে শাসনের প্রতি ইজিত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. এই ধরনের শাসন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? আলোচনা করো। | ৪ |

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** SMS- এর পূর্ণরূপ Short Message Service.
- খ** ল্যাপটপ (Laptop) হলো ছোট আকারের এক ধরনের ব্যক্তিগত কম্পিউটার; যা সাধারণত ব্যাটারি চালিত এবং সহজে বহনযোগ্য।

একটি ল্যাপটপে কম্পিউটারের সকল উপাদান যেমন— প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক, মনিটর, কী-বোর্ড, স্পিকার প্রভৃতি একত্রিত থাকে। টাচপ্যাডের ব্যবহার ল্যাপটপের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং বিনোদনসহ বিভিন্ন কাজে ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্স বা ইলেকট্রনিক শাসন তথা প্রযুক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থার প্রতি ইজিত করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic Governance)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা সহজে জনগণের নিকট পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে। যেমন: ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা, বিভিন্ন চাকরির আবেদন করা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণ এখন খুব সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তথ্য ও সেবা পাচ্ছে। ঘরে বসে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে; যা ই-গভর্নেন্স এর উপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। এ শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো:

প্রথমত, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয়ত, সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত, সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা দ্রুত জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া।

চতুর্থত, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

পঞ্চমত, প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

ষষ্ঠত, অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা।

সপ্তমত, সরকারের তিনটি অঙ্গ তথা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

অষ্টমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই ই-গভর্নেন্স এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যববহুল হওয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনো ই-গভর্নেন্স সেবার সুফলভোগী নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যেন এ শাসনব্যবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এটিকে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়:

প্রথমত, ইন্টারনেট এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহজে ও কম মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।

তৃতীয়ত, সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থত, ই-গভর্নেন্স এর সেবা ও সুবিধাসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চমত, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে এ মনোভাব পোষণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তারা জনগণের সেবক, প্রভু নয়।

ষষ্ঠত, জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

সপ্তমত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্সকে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করতে হলে দেশের সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। কম মূল্যে ইন্টারনেট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য দেশের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

প্রশ্ন ২১ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি রাষ্ট্রই আর্থিকভাবে বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের সরকার সরকারি দফতরগুলোতে ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের নীতিমালা নির্ধারিত না হওয়ায় তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম বিধায় সেখানে সরকারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

(ঢাকা রেপিসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১১/)

ক. ই-লার্নিং এর ১টি সুবিধা উল্লেখ করো। ১

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণে কীরূপ ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের যে সকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. এ সকল সমস্যা সমাধানে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-লার্নিং-এর ১টি সুবিধা হলো ই-লার্নিং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে যে কেউ ঘরে বসেই দূর শিক্ষণের সাহায্যে পড়াশোনা করতে পারবে।

খ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মুক্ত দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে। কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের কারণে প্রশাসন গতিশীল হয়ে উঠবে, চাওয়া মাত্রই যেকোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। ফলে লাল ফিতার দৌরাড়্য কমে যাবে।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের যে সকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো আইনগত কাঠামোর অভাব এবং অপরিপূর্ণ শিক্ষা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের সরকার সরকারি দফতরগুলোতে ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের নীতিমালা নির্ধারিত না হওয়ায় তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না যা আইনগত কাঠামোর অভাবকে নির্দেশ করে। কেননা আইনগত কাঠামোর অভাবেই সঠিক সময়ে সরকারি নীতিমালা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, যা ই-গভর্নেন্সের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এছাড়া উদ্দীপকে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কম বিধায় সেখানে সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, যা ই-গভর্নেন্সের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা অপরিপূর্ণ শিক্ষাকে নির্দেশ করে। অপরিপূর্ণ শিক্ষা ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

ঘ ই-গভর্নেন্স এর সমস্যা সমাধানে বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে আলোচিত রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বড় শহরগুলো থেকে শুরু করে গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত তথ্য সেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের জনশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত কতে হবে। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে প্রয়োজন কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ ও এর যথাযথ ব্যবহার, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্স এর সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ করতে হবে। ই-গভর্নেন্স এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তৎপর হতে হবে। সরকারি তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সুবিধা সকলের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে এর কার্যক্রম ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে নিজ দেশের ভাষার প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকের শিক্ষার আগ্রহ কম বিধায় সেখানে সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। সরকার সঠিকভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন। তাই উক্ত দেশে নাগরিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে ই-গভর্নেন্সের সমস্যা সমাধানে তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলোও গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ২২ সজীব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সে একটি দৈনিক পত্রিকার সাক্ষাৎকালে বলে যে সে একজন সরকারি কর্মকর্তা হতে চায়। সে যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে গতিশীল সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। সে বলে সর্বত্র ই-গভর্নেন্স চালু করতে পারলে দ্রুত দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২/

- ক. ম্যাক করনির সুশাসনের সংজ্ঞাটি দাও। ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সজীবকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাক করনি (Mac Corney) সুশাসন সম্পর্কে বলেন, 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজ, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। মোট কথায় আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

গ সজীবকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো নিয়ন্ত্রিত, সাড়াদানকারী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র এবং ই-গভর্নেন্স।

সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন, জনগণের চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়াদানকারী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র। এ ধরনের আমলাতন্ত্রই জনগণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করে উত্তম শাসন নিশ্চিত করতে পারে। উদ্দীপকে বর্ণিত সজীব যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে গতিশীল সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়ন্ত্রণাধীন, জনগণের চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়াদানকারী ও দক্ষ আমলাতন্ত্রের গুরুত্বের বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে।

সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগকে সহজতর করে। এর ফলে সরকারের কাজের গতি বাড়ে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ, স্বচ্ছতা এবং সরকার ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হয়। সরকারি সেবার মান উন্নত হয় এবং সেবাদান ও সেবার খরচও সাশ্রয় হয়। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সজীব সর্বত্র ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। নাগরিকদের অধিকার, আইনের শাসন, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। অপরদিকে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ এমনকি এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের যোগাযোগের পন্থা, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত জরুরি।

ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং জনগণের দাবি ও মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো যায়, যা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জনগণকে উন্নততর এবং অধিকতর ভালো তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এটি নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। নাগরিকগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদির বিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদানের সুবিধা পাচ্ছে। সহজে বৈদেশিক মুদ্রা আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল রেমিটেন্স (Remittance) চালু হয়েছে। বর্তমান সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সেবার মান নিশ্চিত করছে। এটি সরকার ও প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করছে। এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। তাছাড়া সরকার দেশের সমস্ত তথ্য দ্রুত পায় বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স উল্লিখিত উপায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ২৩ বর্তমান সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিজিটাল পন্থতির কারণে ঘরে বসে তাদের সকল ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ চাকরির জন্য তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। *বিসিআইসি স্কুল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩/*

- ক. ই-সার্ভিস কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ছাত্র-ছাত্রীরা কী ধরনের ব্যবহার সুফল পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-সার্ভিস হলো ইলেকট্রনিক পন্থতিতে সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

খ ই-গভর্নেন্স এর মানে হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পন্থতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে সকল নাগরিক সরকারের সেবাদান ও যোগাযোগ স্থাপন, দ্রুত ব্যবহারের সাথে সরকারের এমনকি এক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা।

গ উদ্দীপকে ছাত্র-ছাত্রীরা ই-গভর্নেন্স ব্যবহারের সুফল পাচ্ছে। বাকি অংশ ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো। উদ্দীপকের জনাব আফসানুল ইসলাম এ ধরনের শাসনব্যবস্থার সুফল পাচ্ছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে জানতে পারে এবং চাকরির

জন্যও তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। ই-গভর্নেন্স সময়ের অপচয় কমে এবং কাজের খরচ কমে। এটি চালু হওয়ার ফলে জনগণ অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারে। ই-গভর্নেন্সের সাহায্যে জনগণ ইন্টারনেটে খুব সহজেই আবেদন জমা দিতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ জনগণও ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ২৪ তথ্য প্রযুক্তির কারণে 'গ' রাষ্ট্রে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না। ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

(আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. ICT এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'গ' রাষ্ট্রের জনগণ কী ধরনের ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক— তুমি কী একমত? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology.

খ সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (WWW) মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভান্ডারের সাথে জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। তবে এ ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদান কেবল সরকার ও নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সরকারের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সাথে অন্য সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। এর ফলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত হয়।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক - কথাটির সাথে আমি একমত।

সরকারি কার্যক্রমের তথ্য ও বিভিন্ন সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। দুর্নীতি সুশাসনের পথে বড় বাধা। নীতি ও আইনবিরুদ্ধ আচরণই হলো দুর্নীতি। ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে যায়। কেননা, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় সরকারের শাসন সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় (কিছু স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া) জনগণের জন্য

উন্মুক্ত থাকে। ফলে রাষ্ট্রের কোথায় কী হচ্ছে, সরকার কী করছে সে সম্পর্কে জনগণ সহজেই একটা ধারণা পায়। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন খুব কম বিষয়ই জনগণের কাছ থেকে গোপন করতে পারেন। এজন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু থাকলে সাধারণত সরকার যা খুশি তাই করতে পারে না। এর ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা দূর হয়। এ কারণে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ সংকীর্ণ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের ওপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত প্রশাসনে আমলাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতির পথে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দুর্নীতি নির্মূল করতে ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক।

প্রশ্ন ২৫ ইন্দ্রানী মারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চায়। তাই সে অনলাইনে আবেদন করে। তার বাবা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন করে। তারা সবাই সব সুবিধা পেয়ে সুখি। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটল, তার মা ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে কিছু টাকা হারায়।

(আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/)

- ক. ই-গভর্নেন্সের পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কোন ধরনের ব্যবস্থার উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে? উক্ত ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-গভর্নেন্স এর পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স (Electronic governance)।

খ ই-গভর্নেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা। এছাড়া তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠন করে জনগণকে সরকারি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা, জবাবদিহিতামূলক সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দেওয়া, সরকারি কার্যক্রমের ব্যয় কমিয়ে অল্প সময়ে সেবা প্রদান করা, অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে জনগণকে রাজনীতিতে সচেতন করে তোলা ইত্যাদি।

গ যে ধরনের ব্যবস্থা উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা যায় সেটি হলো ই-গভর্নেন্স বা প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা। উদ্দীপকে দেখা যায়, ইন্দ্রানী মারমা ঢাকা মেডিকলে ভর্তি হওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করে। তার বাবা ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন করে। উক্ত সুবিধাসমূহ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার প্রতিফলন। তাই বলা যায়, ইন্দ্রানী মারমার প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। নিচে ই-গভর্নেন্সের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো।

ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে জনগণ ঘরে বসেই বিভিন্ন সরকারি সেবা ভোগ করতে পারে। যেকোনো সাধারণ তথ্য বা সেবা পেতে সশরীরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে হাজির হতে হয় না। ফলে নাগরিকদের অর্থ ও সময় দুটোরই সাশ্রয় হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে সরকার যে সেবা দিচ্ছে তা জনগণের কাছে পৌঁছানো সহজতর হচ্ছে। বর্তমানে পরীক্ষার ফল জানা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও করেছে ভর্তির ফরম পূরণ করা, ট্রেনের টিকিট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, সরকারি চাকরির আবেদন করা, কর ও পরিসেবার বিল দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া এসব কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনে করতে পারছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার উপায় নিচে আলোকপাত করা হলো—

ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দেশের প্রযুক্তিক অবাধতাগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো উন্নত করতে হবে। প্রয়োজন হবে যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সব জায়গায় সহজলভ্য করতে হবে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাদ্যমে জনগণকে ই-গভর্নেন্সের সেবা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ই-গভর্নেন্স চালুই শেষ কথা না, এর সফল বাস্তবায়নের দিকে যত্নবান হতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক (যেমন এসডিজি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-গভর্নেন্স এখন সময়ের দাবি। কোনো দেশের সরকারি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ই-গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের উচিত হবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নিজ দেশের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২৬ জনাব সুমন একজন শিক্ষক। তিনি কনটেন্ট তৈরি করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন এবং তার তৈরি কনটেন্ট তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে দেন। তিনি অনলাইনের মাধ্যমে প্রতি বছর কর প্রদান করেন।

/আবদুল কাদের মোম্বা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৪/

- ক. 'ICT' এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ই-গভর্নেন্স কেন দুর্নীতি রোধে সহায়ক? ২
- গ. উদ্দীপকে জনাব সুমনের ভূমিকা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ICT' এর পূর্ণরূপ Information and Communication Technology

খ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক।

ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোন সুযোগ নেই। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। ফলে জনগণ খুব সহজেই প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব সুমন এর ভূমিকা ই-গভর্নেন্স শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত করে।

ই-গভর্নেন্স হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তি নির্ভর গভর্নেন্স। যে পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা জনগণ খুব সহজে পেয়ে থাকে তাকেই ই-গভর্নেন্স বলে। জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হলো ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে ই-গভর্নেন্সের বিভিন্ন সুবিধা যেমন— শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা সহজ করার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট, অনলাইনে কর প্রদান, মোবাইলে কৃষিসেবা, ব্যাংকিংসহ প্রায় সকল প্রকার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্দীপকের শিক্ষক জনাব সুমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন এবং বিভিন্ন কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে দেন। এছাড়াও তিনি অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিবছর কর প্রদান করেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব সুমন এর ভূমিকা ই-গভর্নেন্স শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সুমন এর অনলাইনে কর প্রদান ই-গভর্নেন্সেরই সুফল।

ই-গভর্নেন্স হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। যে পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সেবা জনগণ খুব সহজে পেয়ে থাকে তাকেই ই-গভর্নেন্স বলে। ই-গভর্নেন্সের সুফল অপরিমীম। বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ই-গভর্নেন্সের ফলে বর্তমানে ঘরে বসেই বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল জানা যাচ্ছে। মোবাইলে ট্রেনের টিকিট কাটা, অনলাইনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, মোবাইলে কৃষিসেবা, অনলাইনে পাঠ্যবই পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ, বিভিন্ন চাকরির আবেদন ফরম পূরণ, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা সহজতর করার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে কর প্রদান, অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়া, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য বিল পরিশোধ করা, টেলি কনফারেন্স এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি ই-গভর্নেন্সের ফলেই সম্ভব হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলেই এসব সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ওপরে উল্লিখিত সুবিধাদিই হলো ই-গভর্নেন্স শাসনব্যবস্থার সুফল।

উদ্দীপকের জনাব সুমন অনলাইনে কর প্রদান করেন যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইনে কর প্রদান ই-গভর্নেন্সেরই সুফল।

প্রশ্ন ২৭ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের এক সেমিনারে রাকিব ও সাকিব অংশ গ্রহণ করে জানতে পারল যে, বাংলাদেশে, ই-গভর্নেন্সের যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে এজন্য বহু বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধে উপস্থাপক ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়গুলি নির্দেশ করেন। */সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৪/*

- ক. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বুঝ? ১
- খ. ই-গভর্নেন্সের সুবিধাগুলি কী কী? ২
- গ. বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্সে কী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে।

খ ই-গভর্নেন্সের অনেক সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের সুবিধা বেড়েই চলেছে।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হ্রাস পেয়েছে। জনগণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরকারি বিভিন্ন সেবা সহজেই গ্রহণ করছে। ই-গভর্নেন্সের সহায়তায় সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সহজতর হয়েছে। সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

গ বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ই-গভর্নেন্স একটি ব্যয়বহুল ও জটিল প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায় দেশের পক্ষে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন দূরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈধ মূল কাঠামোর অভাবে বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। পর্যাপ্ত আইসিটি অবকাঠামোর অভাব এবং আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে পর্যাপ্ত আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা এখনো সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলোর মধ্যে আরও রয়েছে ইন্টারনেট সেবার সীমিত পরিসর, ধীরগতি ও অধিক মূল। এ সব সমস্যার কারণে সেবার জন্য ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করা এখনো কঠিন। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ অনেক মানবসম্পদ প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশগুলো এ দিকে পিছিয়ে রয়েছে। দক্ষ জনবল সংকটের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স চালু বা সেবা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এ দেশে বিদ্যুতের তুলনামূলকভাবে চড়া মূল্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা তথ্যপ্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের প্রসারের পথে অন্যতম বাধা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ই-গভর্নেন্সের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা। শিক্ষা ও প্রচারণার অভাবে জনগণের একটা বিশাল অংশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-গভর্নেন্স বিষয়ে অজ্ঞ।

এছাড়াও সাইবার আক্রমণ, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, নাগরিকদের অনীহা প্রভৃতি কারণেও বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের সফল বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

ঘ বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের সফল বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ বিষয়। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে দেশে যেসকল প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে তা দূর করার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ই-গভর্নেন্সের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের জন্য একটি বৈধ মূল কাঠামো তৈরি করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ছাড়া ই-গভর্নেন্সকে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হলো আইসিটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এর জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির ওপর অধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে উন্নতমানের ইন্টারনেট কভারেজের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। উন্নত টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো ছাড়া ই-গভর্নেন্সকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব নয়।

নাগরিকগণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত হলে ই-গভর্নেন্স কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ জনগণকে আইসিটি (ICT) সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সচেতন হলেই কেবল ই-গভর্নেন্সের বাধাগুলো দূর করা সম্ভব।

ই-গভর্নেন্সের টেকনলজি ও উপকরণের সহজলভ্যতার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ দরিদ্র জনগণের পক্ষে ব্যয়বহুল টেকনলজি ও উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে সিম্বলান্ত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং প্রশাসনিক তথা আমরাদের সদিচ্ছা থাকলেই ই-গভর্নেন্স কার্যকর করা সম্ভব হবে।

ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে সফলতার জন্য সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বিষয় চালু করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের নতুন প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর এজন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হবে এবং এর সুফল পাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ২৮ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন করাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে।

(বি এ এফ শাহীন কলেজ কুমিল্লা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. ইন্টারনেট কী? ১
খ. 'ই-গভর্নেন্স এর ফলে খরচ কমে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা কি ধরনের ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক।

খ ই-গভর্নেন্স এর ফলে খরচ কমে। ধরা যাক, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনের ব্যাপারগুলো জনগণকে জানানো প্রয়োজন। এজন্য বিপুল সংখ্যক কাগজ-কলম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারটি যদি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে করা হয় তবে তা অনেক সহজে ও কম খরচে করা যেতে পারে। এভাবে ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে খরচ হ্রাস পায়।

গ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্সের সুফল পাচ্ছে। ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো। এটি চালু হওয়ার ফলে জনগণ অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারছে, ছাত্ররা ঘরে বসেই ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন করাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারছে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও লাভবান হতে পারছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন করাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। যেহেতু ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ঘরে বসে বিভিন্ন ধরনের সেবা পাওয়া যায়, সেহেতু বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্সের সুফল পাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো— জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপদ্ধতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্ফুটিত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সশ্রয় হবে। সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সাধিত হলে ই-গভর্নেন্স এর উদ্ভব ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে সরকার ও জনগণের মধ্যে সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরকার ও চাকরিজীবীদের মধ্যে এবং এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের মধ্যে।

(টিংগী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. ই-গভর্নেন্স এর অর্থ কী? ১
খ. ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. ই-গভর্নেন্স চালু হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? ৩
ঘ. ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ ডিজিটাল পদ্ধতি বলতে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যবহৃত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) এবং এগুলো ব্যবহারের কৌশলকে বোঝায়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে সহজ ও উন্নততর করা যায়।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর পরিশোধ বা পাসপোর্টের আবেদনের মতো নাগরিক সেবা গ্রহণ, গণপরিবহনের আসন সংরক্ষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে সরাসরি সভা-সেমিনার করা, ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে দূর থেকেই পড়াশোনা করা ইত্যাদি বহুমুখী কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মানুষের অর্থ ও সময়ের সশ্রয় হচ্ছে যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করছে।

গ ই-গভর্নেন্স চালু হলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক প্রশাসনব্যবস্থা। যার মাধ্যমে সরকারি সেবা ও প্রশাসনিক তথ্যসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ই-গভর্নেন্সের সুফল ও সুবিধা বহুমাত্রিক। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। এটি চালু হলে সরকার ও জনগণের সময় ও অর্থ সশ্রয় হবে। অনলাইনের মাধ্যমে কম সময়ে ও কম খরচে নাগরিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করা যায়। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অসৎ উপায় প্রতিহত কর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। অটোমেশন, কম্পিউটারাইজড ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে। কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা শাসনব্যবস্থাকে গতিশীল করে। ই-গভর্নেন্স ব্যাপক ডাটাবেজ তৈরি করে, সেখানে নীতিনির্ধারণকরণ সহজে নীতিনির্ধারণ ও তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটতে পারে। ই-গভর্নেন্স আমলাদের পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। এতে জনদুর্ভোগ কমে ও জনগণ সরকারি সেবা সহজে পেতে পারে। ডিজিটাল গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যায়। এছাড়া দেশের আইন-শৃঙ্খলা

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে অপরাধী শনাক্ত করতে পারে এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। দারিদ্র্য দূরীকরণে ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় দ্রুত সাড়া প্রদান করে দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় সরকার দ্রুত ও বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণ ঘরে বসেই ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঘ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হলো ই-গভর্নেন্স। সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনাই সুশাসন। উন্নয়নশীল দেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। দেশের অবকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের অভাবে ই-গভর্নেন্স ত্বরান্বিত হয় না। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ লোকের অভাবে ই-গভর্নেন্স বাধাপ্রাপ্ত হয়। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার সন্তোষজনক হলেও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে। ফলে এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠতে পারছে না। অপরিপূর্ণ বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এখন পর্যন্ত কম খরচে কম্পিউটার ব্যবহারের বিপরীত উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য ও কম নির্ভরশীলতাও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বেশিরভাগ দেশের স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানি এখন পর্যন্ত তেমন উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি এবং সরকারের বড় ধরনের প্রকল্পে তারা দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারেনি। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা। এমনকি মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যেও সমন্বয়হীনতা দেখা যায়। অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাইবার অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে ই-গভর্নেন্সের প্রতি শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সরকার ও নাগরিকের আগ্রহ কমে যায়। পরিশেষে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

(কুমিল্লা ডিটোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. ই-গভর্নেন্সের এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. সংক্ষেপে সুশাসনের ২টি বৈশিষ্ট্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্সের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে কীভাবে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-গভর্নেন্সের এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো (Electronic Governance)।

খ সুশাসনের দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো—

- আইনে শাসন : সুশাসনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের শাসন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।
- জবাবদিহিতা : জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের বাধ্যবাধকতা।

গ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সুশাসনের একটি অন্যতম শর্ত হলো সরকার ও সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। আর সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকার প্রশাসনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্ত করে। জনগণ ঘরে বসেই সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে সরকার ও সরকারি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্ত করেছে। এর ফলে জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ফলাফল স্বরূপ অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সরকার কর্তৃক ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন এমন একটি কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্য প্রবাহ, উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বিদ্যমান থাকে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বস্তুত সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নত নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠায় সুশাসনের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোর জন্য ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। ই-গভর্নেন্স সরকার এবং সরকারি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে। প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা জনগণ ঘরে বসেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হররানি ছাড়াই সহজেই লাভ করতে পারে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ ঘরে বসেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জানতে পারে বলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত সেবা ও তথ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নাগরিকদের প্রদান করতে সক্ষম হয়। ফলে জনদুর্ভোগ হ্রাস পায় এবং নাগরিক সেবার মান উন্নত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

সুশাসনের অন্যতম শর্ত হলে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সরকারের সাথে জনগণের সুসম্পর্ক। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের শাসন কাজে জনগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার উন্নতর সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ই-গভর্নেন্স ছাড়া সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যায় না। ই-গভর্নেন্স রাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসনের পথ সুগম করে দিয়েছে।

উদ্দীপকে সরকারের ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসন সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের নিকট উন্মুক্তকরণের ফলে জনগণ সহজেই সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে সরকারের প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

প্রশ্ন ৩১ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঘরে বসে ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল জানাসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। চাকুরীর জন্য তারা একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬/]

- ক. সাম্য কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বুঝ? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা কী ধরনের ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক—
বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাম্যের অর্থ 'সুযোগ-সুবিধাদির' সমতা (Equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

খ ই-গভর্নেন্স এর মানে হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পন্থতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে সকল নাগরিক সরকারের সেবাদান ও যোগাযোগ স্থাপন, দ্রুত ব্যবহারের সাথে সরকারের এমনকি এক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা।

গ 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ই-গভর্নেন্সের সুফল পাচ্ছে। ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার। ব্যাপক অর্থে ই-গভর্নেন্স হচ্ছে শাসনকার্যে স্বচ্ছতা ও দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর প্রয়োগ ঘটানো।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্ররা ঘরে বসেই পড়াশোনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করতে পারেন। যা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। ই-গভর্নেন্সে সময়ের অপচয় কমে এবং কাজের খরচ কমে। এটি চালু হওয়ার ফলে জনগণ অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারে। ই-গভর্নেন্সের সাহায্যে জনগণ ইন্টারনেটের সাহায্যে খুব সহজে বিভিন্ন আবেদন জমা দিতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও লাভবান হতে পারে। অর্থাৎ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভ করে। এ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে জনগণ ঘরে বসে অনলাইনে কর, গ্যাসের বিল, পানির বিল এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে পারে। ছাত্ররা ভর্তির আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফলসহ শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করতে পারে। এছাড়া চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যও এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে। ই-গভর্নেন্সের সুফলকেই নির্দেশ করে 'ক' রাষ্ট্রের ছাত্রদের এসব কর্মকাণ্ড।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থা তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ সুশাসন তথা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো- জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অধিকার উন্নীত করা, বৃদ্ধিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পায়। সকল তথ্য এবং সেবাপন্থতি জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারে, ফলে

দুর্নীতির প্রকোপ হ্রাস পায়। আবার ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সকল তথ্য সময়মত আপলোড করতে হয় তাই জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক আচরণ প্রস্তুত হয়। সর্বোপরি, নাগরিক যদি তার নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে পায় তবে প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস পাবে। কাজকর্মের গতি বাড়বে, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে পাশাপাশি অর্থেরও সশ্রয় হবে। সুতরাং বলা যায়, ই-গভর্নেন্স অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ৩২ বান্দরবানের ছোট্ট শেখর। ঘুম থেকে উঠে বাবার জন্য খাবার নিতেই ভরদুপুর। একমাত্র স্কুলটি মাইলখানেক দূরে। তাই শেখরের স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। সরকার ঢাকার রায়েরবাজার থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করেছে। শেখরের আর পড়াশোনার অসুবিধা হয় না। সে এখন এ দূরশিক্ষণের ছাত্র।

/স্কলার্স হোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. ICT কী? ১
- খ. ই-গভর্নেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি দ্বারা জনগণ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে? বর্ণনা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT হলো Information and Communication Technology.

খ ই-গভর্নেন্স এর মানে হলো ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পন্থতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে সকল নাগরিক সরকারের সেবাদান ও যোগাযোগ স্থাপন, দ্রুত ব্যবহারের সাথে সরকারের এমনকি এক রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা।

গ উদ্দীপকে আলোচিত ই-গভর্নেন্সের ই-সার্ভিসেস বা G2C (Government to Citizen) বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে।

ই-গভর্নেন্সের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জনগণ সরকারের পক্ষ থেকে বৃহত্তম পরিসরে সেবা গ্রহণ করতে পারে দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন শিশুরা পড়ালেখা শিখতে পারছে তেমনি সাধারণ জনগণও সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য লাভ করতে পারছে।

উদ্দীপকের বান্দরবানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু শেখর। পারিবারিক অসচ্ছলতা আর দুর্গম পথের জন্য সে স্কুলে যেতে পারে না। কিন্তু সরকার এ ধরনের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে ইন্টারনেটের অনলাইন সেবার মাধ্যমে। যে কারণে শেখর পড়তে পারছে। সরকারের এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারের ই-গভর্নেন্সের নাগরিক সেবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিষয়টি তথা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে জনগণ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। নিচে এটি বর্ণনা করা হলো—

ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য ও সেবা প্রদান করার ফলে অধিক সংখ্যক নাগরিককে উন্নত সেবা প্রদান করা যায়। এর ফলে সরকারি সেবা গ্রহণ সকলের সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে। জনগণ ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই তথ্য লাভ করতে পারছে। এর ফলে সরকারি তথ্যে নাগরিকদের প্রবেশের সুযোগ অবাধ করেছে। ফলে নাগরিকগণ সহজেই শাসনকাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

ই-গভর্নেন্স পন্থতির ফলে জনগণ পূর্বের তুলনায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতাহীন সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারছে। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারের সাথে নাগরিকদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে

সরকারের উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সাড়া দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনগণ বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে ট্যাক্স পরিশোধ, ড্রাইভিং ও অন্যান্য লাইসেন্স ইস্যু করা, পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন পরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিচালনা করা, বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে খুব সহজেই জানতে পারছে।

সুতরাং আলোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে জনগণ এবং এর মাত্রা বহুবিধ।

প্রশ্ন ৩৩ বাংলাদেশ ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। এখন বাংলাদেশের ছাত্ররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছে এবং সরকারী সেবা দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারনেটের উচ্চ মূল্য এই কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি করছে।

/ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. পৌরনীতি কী? ১
- খ. পরিবারই জনমত গঠনে প্রথম মাধ্যম— কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ডিজিটাল কার্যক্রমের জন্য জনগণ কী কী সুবিধা পাচ্ছে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

খ জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হচ্ছে পরিবার। পরিবারের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সদস্যরা দেশ ও বিদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এমনকি শিশুরা পিতামাতার রাজনৈতিক আনুগত্যকে অনুসরণ করে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। অ্যালান বলের মতে, 'সাধারণত পরবর্তী জীবনে ছেলে-মেয়েদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মাতা-পিতার রাজনৈতিক মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়।' এজন্যই জনমত গঠনের প্রথম ও প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পরিবারকে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে ডিজিটাল কার্যক্রমের জন্য অর্থাৎ ই-গভর্নেন্সের জন্য জনগণ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছে।

সরকারি কার্যক্রমে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারকে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। বাংলাদেশে যেটিকে বলা হয় ডিজিটাল কার্যক্রম। এর ফলে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন- বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট জানা, মোবাইলে ট্রেনের টিকেট কাটা, মোবাইলে কৃষি সেবা, অনলাইনে পাঠ্যবই পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণ, বিভিন্ন চাকরির ফরম পূরণ, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে কর প্রদান, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন, টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তব। এখন বাংলাদেশের ছাত্ররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছে এবং সরকারি সেবা দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এসব সুবিধা ই-গভর্নেন্সের সুবিধাকেই নির্দেশ করে। যা ডিজিটাল কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশের জনগণ পাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের এই সমস্যা অর্থাৎ, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

ই-গভর্নেন্স একটি নতুন ধারণা এবং এটি বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা সমস্যা। বাংলাদেশেও ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইন্টারনেটের উচ্চমূল্য, যা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষাখাতে সরকারিভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত দেশগুলোর মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এ খাতে বার্ষিক বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। এতে তথ্য প্রবাহের সহজলভ্যতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসার লাভ করবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। যাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ইন্টারনেটকে জনগণের কাছে সহজলভ্য করতে পারে এবং সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে। সরকারের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওপরের আলোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে উদ্দীপকের সমস্যা অর্থাৎ ইন্টারনেটের উচ্চ মূল্যের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৩৪ বাংলাদেশ সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারগণ অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। অধিক সংখ্যক ঠিকাদার নির্বিঘ্নে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৫/

- | | |
|---|---|
| ক. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম কোনটি? | ১ |
| খ. ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার দুটি প্রতিবন্ধকতা লিখ। | ২ |
| গ. উদ্দীপকের শাসনের কোন রূপটি তুলে ধরা হয়েছে? বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের শাসনের প্রক্রিয়াটির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যমে হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি।

খ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিবন্ধকতা হলো আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব এবং জনসচেতনতার অভাব।

আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল অনেক দেশে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ই-গভর্নেন্স কার্যকর করার ক্ষেত্রে আর একটি বড় বাধা হলো সাধারণ জনগণের সচেতনতার অভাব। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শিক্ষার হার কম এবং সমগ্র জনগণের একটি বিশাল অংশ দরিদ্র। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগণ ই-গভর্নেন্স কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

গ উদ্দীপকের শাসনে ই-গভর্নেন্সের রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স (E-governance) বলা হয়। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভাণ্ডার ও কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সংযুক্ত করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দেশের সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সেবাগুলো ইলেকট্রনিক উপায়ে জনগণের কাছে দ্রুততার সাথে পৌঁছানো যায়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে অংশগ্রহণ সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারগণ অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এতে দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। মূলত ই-গভর্নেন্সের সুবাদেই ঠিকাদারগণ কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই নির্বিঘ্নে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে এবং দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাসনে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য হলো সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং নাগরিক সেবার মান উন্নত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের উন্নতমানের সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোই ই-গভর্নেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য। এ প্রক্রিয়ায় নাগরিকরা সরকারের নিকট থেকে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা বিভিন্ন ভর্তি ও চাকরির পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল প্রদান, কর প্রদান প্রভৃতি সেবা লাভ করে থাকে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের নিকট দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। ই-গভর্নেন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাই ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় বলে আমলারা প্রশাসনের কাজের ওপর সহজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাছাড়া ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সরকারি সেবাগুলোকে উন্নত এবং নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ৩৫ জসিম উদ্দীন নভেম্বরে বি সি এস ভাইভা দেবে। তাই সে নিজ জেলা চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়। এ সম্পর্কে কোনো লিখিত বই না পেয়ে সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্চ করে। ইন্টারনেটে সে তার জেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যায়।

বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৩/

- | | |
|--|---|
| ক. ই-সেবা কী? | ১ |
| খ. ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য লিখ। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে জসিম উদ্দীনের গৃহীত সেবায় ই-গভর্নেন্সের কোন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে? বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. ইন্টারনেটে এ ধরনের তথ্য দিয়ে সরকারের সময় ও খরচ বাঁচবে এবং জনগণের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়— কথাটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

খ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকেই ই-গভর্নেন্স বলে। ই-গভর্নেন্স এর দুটি উদ্দেশ্য হলো—

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং
২. সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা।

গ উদ্দীপকে জসিম উদ্দীনের গৃহীত সেবায় ই-গভর্নেন্সের উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ই-গভর্নেন্স হলো (Electronic Governance) প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন। সংক্ষেপে বললে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান কার্যক্রমকে ই-গভর্নেন্স বলা যায়। এর আওতায় সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, সহজে ও দ্রুত নাগরিকদের সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া হয়।

নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ক্ষেত্রে সহজে দ্রুত তথ্য প্রদান, স্বাস্থ্য রক্ষায় উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্র, কৃষকদের জন্য উন্নতমানের সার বীজ, সেচের খবরা-খবর প্রচার ও সরবরাহের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সহায়তা প্রদান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিসিএস ভাইভা পরীক্ষার্থী জসিম উদ্দীন নিজ জেলা চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোনো লিখিত বই না পেয়ে ইন্টারনেটের সাহায্যে সে তার নিজ জেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। জসিম উদ্দীনের এই গৃহীত সেবায় ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ ইন্টারনেটে এ ধরনের তথ্য অর্থাৎ শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য দিয়ে সরকারের সময় বাঁচে এবং জনগণের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। কথটি যথার্থ—

ইলেকট্রনিক গভর্নেন্সকে সংক্ষেপে ই-গভর্নেন্স (E-governance) বলা হয়। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্স সরকারি তথ্যভান্ডার ও কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সংযুক্ত করে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দেশের সরকারের তথ্য ও সেবা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কাজের গতি বৃদ্ধি করে। ফলে সরকারের কাজের সময়ের সশ্রয় ঘটে এবং তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা সিদ্ধান্তগুলো অল্প সময়ে সরকারের অফিস এবং নাগরিকদেরকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জানাতে পারে। এতে যেমন একদিকে কাজের গতি বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্যদিকে সময় ও খরচ বাঁচে। পাশাপাশি নাগরিকগণ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে সহজেই সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। জনগণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ফলে সরকারের সাথে জনগণের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া সরকারের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ সহজতর করে দিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সরকারের কাজ দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং নাগরিকগণ ঘরে বসেই হয়রানির শিকার না হয়েই বিভিন্ন সরকারি সেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারছে। সুতরাং একথা যথার্থ ইন্টারনেটে তথ্য প্রদান প্রক্রিয়ায় সরকারের সময় ও খরচ বাঁচে এবং জনগণের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৩৬ 'ক' রাষ্ট্রে জনাব রহমান সরকার গঠনের পর রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে অবাধ তথ্য যাতে জনগণ পেতে পারে সে জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল সেটরে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করলেন। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির মাত্রাও অনেক কমে আসছে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৩/]

- | | |
|---|---|
| ক. ICT কী? | ১ |
| খ. ইন্টারনেট বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রে কোন ধরনের গভর্নেন্স বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. "রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রহমান সাহেবের মত সরকার বার বার প্রয়োজন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICT এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— Information and Communication Technology। অল্প সময়ে নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান এবং দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো ICT বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

খ ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও যোগাযোগের অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস এর UCLA (University of California, Los Angeles) ল্যাবরেটরিতে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে

ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষ দ্রুত, অপেক্ষাকৃত কম খরচে এবং সহজে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। তথ্যের প্রাপ্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে ইন্টারনেট।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স বিদ্যমান।

ই-গভর্নেন্স বলতে তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ও কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগকে বোঝায়। এটি হলো শাসনের এমন এক পদ্ধতি যেখানে সরকারি সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণ সহজে ঘরে বসেই পেতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত হয়। ই-গভর্নেন্সের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শাসনব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনিক জটিলতা ও দুর্নীতি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে জনাব রহমান সরকার গঠনের পর রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে অবাধ তথ্য যাতে জনগণ পেতে পারে সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের সব সেটরে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেন। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। যেহেতু ই-গভর্নেন্সে সরকারি সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণ সহজে ঘরে বসে পেতে পারে, আর জনাব রহমান 'ক' রাষ্ট্রে সে বিষয়টিই নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন সেহেতু বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স বিদ্যমান।

ঘ রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রহমান সাহেবের মতো সরকার বার বার প্রয়োজন— উক্তিটি সঠিক।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রহমান সাহেব 'ক' রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ। এর ফলে একদিকে সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সরকারের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সরকারের উন্নততর সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে খবরাখবর প্রচার ও সরবরাহ করে জনগণকে সহায়তা করে। এভাবে ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে। দক্ষ সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেকাংশে সফল হয়। আর ই-গভর্নেন্স সরকারকে দক্ষ ও কার্যকর করে তোলে।

সরকারি অফিস-আদালত, প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হ্রাস করা ই-গভর্নেন্সের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জনগণ যদি ঘরে বসে সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেতে পারে, আবেদন ফরম পূরণ করতে পারে এবং অফিস-আদালতে কম যেতে হয়, তাহলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি অনেকটা কমে যাবে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সহায়ক হবে। সুশাসনের জন্য সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা খুবই জরুরি। ই-গভর্নেন্স প্রযুক্তিগত সেবার মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলে। একটি আধুনিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা, সরকার ও জনগণের মধ্যকার সুসম্পর্ক সুশাসনকে ত্বরান্বিত করে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর সুশাসন রাষ্ট্রকে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। যেহেতু রহমান সাহেব রাষ্ট্রে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেহেতু বলা যায় রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য রহমান সাহেবের মতো সরকার বার বার প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৩৭ মি. জনি তার রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে মিডিয়া কর্মীরা জানতে চাইলে তিনি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বস্তরের ই-গভর্নেন্স চালু করা জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সরকারি অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্স চালু করা, জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, সরকারি অফিস আদালত, হাসপাতাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ই-সেবা চালু করা তার প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতেই ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | প্রশ্ন নং ৪/]

- ক. ই-গভর্নেন্স অর্থ কী? ১
খ. সাইবার অপরাধ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মি. জনির পরিকল্পনাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৩
ঘ. মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং তথ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রকৌশল ও ইন্টারনেটের ব্যবহার দ্বারা সংঘটিত অপরাধই হলো সাইবার ক্রাইম।

অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবার কারণে সাইবার ক্রাইম দিন দিন বেড়ে চলেছে। ই-মেইলে হুমকি দেওয়া, পাসওয়ার্ড চুরি, হ্যাকিং, অগ্নীল ছবি প্রকাশ, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, শিশু পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি হলো সাইবার ক্রাইমের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী মি. জনির পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ইজিত বহন করে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে। সুশাসন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো হলো— তথ্য ও সেবার মান উন্নয়ন, সিম্বলিত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশাসন থেকে দুর্নীতি হ্রাস প্রভৃতি।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, মি. জনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মিডিয়া কর্মীদের বলেন— রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বস্তরেই তিনি ই-গভর্নেন্স চালু করবেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতেই ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মি. জনির বক্তব্যের সাথে ই-গভর্নেন্স এর যে উদ্দেশ্য তা হুবহু মিলে যায়। তার এই পরিকল্পনায় ই-গভর্নেন্স প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইজিত পাওয়া যায়।

ঘ মি. জনির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে মি. জনি যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে প্রভাব পড়বে তা হলো—

সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব: ই-গভর্নেন্স সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সরকারের সাথে নাগরিকের (G2C), নাগরিকের সাথে সরকারের (C2G) এবং সরকারের সাথে ব্যবসার (G2B) তথ্যের প্রবাহ ও সম্পর্ক স্থাপন সহজ হয়। আবার জনগণ তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, ডাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরকারি সেবা সহজেই পেয়ে থাকে। তাছাড়া ই-টেভার, ই-লাইসেন্স প্রক্রিয়ার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। ফলে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নত হয়। বিনিময়ে জনগণ রাষ্ট্রের

প্রতি কর্তব্য পালন যেমন— সততার সাথে ভোটদান, কর প্রদান, আইন মান্য করা, রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। এসব কারণে সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। যা সুশাসনের জন্য সহায়ক।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রভাব: ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়িত হলে সরকারের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি কমবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে, সময় বাঁচবে, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বাড়বে, মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার মাধ্যম হলো ই-গভর্নেন্সের যথাযথ প্রয়োগ। আর কোনো রাষ্ট্র ও সমাজে যদি ই-গভর্নেন্স কার্যকর থাকে তাহলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ৩৮ মিমের বাবা মিমকে বললেন, 'আগে আমরা পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল জানার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করতাম। কিন্তু এখন তোমরা প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই পরীক্ষার ফলাফল জানতে পার। এছাড়া, শপিং, ট্রেনের টিকেট কাটা, পরীক্ষার ফরম পূরণ ইত্যাদিসহ অনেক কাজ ঘরে বসে সহজেই করতে পার।'

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫/]

- ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. ই-গভর্নেন্স কীভাবে দুর্নীতি রোধ করে? ২
গ. মিমের বাবার বক্তব্যের মূল বিষয় কী? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত সুবিধাগুলোর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোকে ই-গভর্নেন্স বলে।

খ ই-গভর্নেন্স দুর্নীতিরোধে সহায়ক।

ই-গভর্নেন্সে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনিক তথ্যগুলো অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। ফলে জনগণ খুব সহজেই প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কী কাজ হচ্ছে তা জানতে পারে। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়।

গ মিমের বাবার বক্তব্যের মূল বিষয় হলো ই-গভর্নেন্স।

সরকারের সিম্বলিত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারকে ই-গভর্নেন্স বলা হয়। ই-গভর্নেন্স হলো সামর্থ্যযোগ্য ব্যয়ে এবং সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকাণ্ডে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের প্রয়োগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিমের বাবা তাকে বলেন আগে তারা পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করতেন। কিন্তু এখন সবাই প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারে। এছাড়া শপিং, ট্রেনের টিকেট কাটা, পরীক্ষার ফরম পূরণসহ অনেক কাজ ঘরে বসেই করতে পারে। এসব বিষয় ই-গভর্নেন্সকে ইজিত করে, কেননা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট জানা, মোবাইলে ট্রেনের টিকেট কাটা, মোবাইলে কৃষিসেবা, অনলাইনে পাঠ্যবই পড়া, মোবাইল ব্যাংকিং, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন, টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি প্রভৃতি। তাই বলা যায়, মিমের বাবার বক্তব্যের মূল বিষয় হলো ই-গভর্নেন্স।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত সুবিধাগুলো তথা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, আইনের শাসন, সকলের জন্য সমানাধিকার, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। অপরদিকে ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত সরকারি সেবাদান এবং জনগণের সাথে যোগাযোগের পন্থা। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং জনগণের দাবি ও মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো যায়, যা ব্যয়পকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে বলে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সরকার ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সেবার মান নিশ্চিত করতে পারে। ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। তাছাড়া সরকার সমস্ত তথ্য দ্রুত পায় বলে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সরকার ই-গভর্নেন্সের জিটুসি প্রক্রিয়ায় খুব সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা মূলত সরকারি কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে। তাই বলা যায়, ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ৩৯ উন্নত বিশ্বের একটি রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন চলছে। সেখানে যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোট নেয়া হচ্ছে তেমনই অনলাইনের মাধ্যমেও ভোটার ভোট দিতে পারছেন। সেখানে সরকার থেকে নাগরিক, ব্যবসায়ী, কর্মজীবী তথ্য লাভ করতে পারেন। সরকারের প্রতিটি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। শাসন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

[সরকারি শাক্ সুলতান কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৪]

- | | |
|--|---|
| ক. সুশাসনের প্রাণ কোনটি? | ১ |
| খ. 'E-Democracy' কী? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করার অন্তরায়সমূহ বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশাসনের প্রাণ হলো গণতন্ত্র।

খ 'E-Democracy' হলো ই-গভর্নেন্সের একটি অন্যতম প্রয়োগক্ষেত্র।

'E-Democracy' বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহদায়তনে নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে বোঝায়। এতে সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জনগণ সরকারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে থাকে। সরকার অনলাইনে জনগণের মতামত যাচাই করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে। এসব কার্যক্রমই 'E-Democracy'র অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি হলো 'শাসন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে'— যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের ভূমিকাকে নির্দেশ করে।

আইনের শাসন, সকল নাগরিকের সমান অধিকার, স্বাধীন বিচার বিভাগ, দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা, জনগণের অংশগ্রহণ, তথ্যের অবাধপ্রবাহ, জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সুশাসন। সুশাসন বাস্তবায়নের

অন্যতম হাতিয়ার হলো ই-গভর্নেন্স। ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং নাগরিকদের দাবি ও মতামত গ্রহণ ই-গভর্নেন্সেরই একটি অংশ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উন্নত বিশ্বের একটি রাষ্ট্রে ইলেকট্রনিক পন্থতি ব্যবহার করে ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ডিজিটাল পন্থতিতে আরো বিভিন্ন জনসেবা প্রদান করা হয়, যা রাষ্ট্রটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রকৃতপক্ষে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স যে সকল ভূমিকা পালন করতে পারে সেগুলো হলো— জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে নাগরিক অগ্রাধিকার বৃদ্ধি করা, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, নাগরিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি যথার্থ।

ঘ উদ্দীপকে ই-গভর্নেন্সের কথা বলা হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অন্তরায় রয়েছে।

যে পন্থতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণ খুব সহজে সরকারের বিভিন্ন সেবা পেয়ে থাকে তাকেই ই-গভর্নেন্স বলে। এটি বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা বাধাবিপত্তি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষ যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে সেখানে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আরও বেশি অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সঠিক কাঠামোর অভাব। এখন পর্যন্ত সরকারি অফিসগুলোতে ই-মেইলকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং একে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অপরিপূর্ণ বিদ্যুৎ সুবিধা ই-গভর্নেন্সের আরেকটি বাধা। বাংলাদেশের সব মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পায় না, যারা পায় তারাও লোডশেডিং ভোগ করে। এছাড়া ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যও বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায়। ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ অনেক বেশি এবং নেট সুবিধা নিম্নমানের। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ অনেক মানবসম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। সর্বোপরি ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাব বাংলাদেশে এটির অন্যতম বাধা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় অনেক অন্তরায় রয়েছে। এসব দূর করলেই ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৪০ কলিম উল্লাহ বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে পাসপোর্ট করার জন্য রহিম উদ্দিনের শরণাপন্ন হন। রহিম উদ্দিনের কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করে সে পাসপোর্ট পায়নি। টাকাও ফেরত পায়নি। তার প্রতিবেশী স্কুল শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করেন এবং কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই স্বল্পসময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যান।

[পুলিশ লাইস স্কুল জ্যাক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৬]

- | | |
|---|---|
| ক. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কী? | ১ |
| খ. পৌরনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কলিম উল্লাহ কোন ধরনের প্রশাসনের সুবিধা পেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পন্থতির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। | ৪ |

ক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে।

খ অধিকার ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সুন্দর নাগরিক জীবন গড়ে তোলাই পৌরনীতি ও সুশাসনের লক্ষ্য। অপরদিকে অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন অভাব ও চাহিদার মাঝে কীভাবে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন করা যায় তার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বিধানের মাধ্যমে অফুরন্ত অভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যাপারে অর্থনীতির ভূমিকাই মুখ্য। এভাবে এ দুটি বিষয় নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সুখী করার ক্ষেত্রে পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে।

গ সৃজনশীল ও নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, আইনের শাসন, সকলের জন্য সমানাধিকার, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতির সমন্বয়ে সুশাসন গড়ে ওঠে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের কলিম উল্লাহর পাসপোর্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সের ইজিত রয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জরুরি। সুশাসনের লক্ষ্য বা বৈশিষ্ট্য এবং ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ই-গভর্নেন্স ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবা এবং জনগণের দাবি ও মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা বাড়ানো যায়, যা ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। ই-গভর্নেন্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে জনগণকে উন্নততর এবং অধিকতর, ভালো তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এটি নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। নাগরিকগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদির বিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদানের সুবিধা পাচ্ছে। সহজে বৈদেশিক মুদ্রার আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল রেমিটেন্স (Remittance) চালু হয়েছে। বর্তমান সরকার ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত দক্ষ সেবার মান নিশ্চিত করছে। ই-গভর্নেন্স সরকার ও প্রশাসনের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করছে। এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের ওপর সহজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে স্বচ্ছ উন্মুক্ত প্রশাসনে আমলাদের পক্ষে গোপনে স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ই-গভর্নেন্স সরকারি অর্থের অপচয় ও অপব্যয় হ্রাস করে। আর এ সকল বিষয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রশ্ন ৪১ বাংলাদেশ সরকারের কিছু মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে টেন্ডার, ছাত্র ভর্তি, রেজাল্ট প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় খুব সহজে সরকার সেবা জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে পেরেছে। *বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এক কলেজ, খুলনা* প্রশ্ন নং ৬/

- ক. 'ICT' এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
- খ. লালফিতার দৌরাঙ্ঘ্য কি? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কোন পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতিটি আরো কার্যকর করে আর কী কী সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

ক 'ICT' এর পূর্ণরূপ হলো Information and Communication Technology।

খ লালফিতার দৌরাঙ্ঘ্য বলতে সরকারি কার্যাবলিতে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি অবস্থায় ফেলে রাখাকে বোঝায়।

Red Tapism বা 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাঙ্ঘ্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাঙ্ঘ্যের ফলে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে।

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সাহায্যে সরকারি সেবাদান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির সমন্বয়সাধন করে একটি পন্থার সাহায্যে নাগরিকদেরকে সরকারের সেবাদান ও নাগরিকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং একটি রাষ্ট্রের সরকারের সাথে অপর রাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগের পন্থা। ই-গভর্নেন্সের ফলে পরীক্ষার ফল জানা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ফরম পূরণ করা, কর ও পরিসেবার বিল দেওয়া, টেন্ডার জমা দেওয়া প্রভৃতি কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে করতে পারে। এ পদ্ধতিতে সেবা পাওয়ার জন্য জনগণকে হয়রানির শিকার হতে হয় না। তারা ঘরে বসেই সবকাজ করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের কিছু মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে টেন্ডার, ছাত্র ভর্তি, রেজাল্ট প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় সরকার খুব সহজে সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে পেরেছে। এসব বৈশিষ্ট্য ই-গভর্নেন্সকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের জনগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির সুফল পাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি অর্থাৎ ই-গভর্নেন্স পদ্ধতিটি আরও কার্যকর হলে সরকার আরো অনেক রকম সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবে।

বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনায় যতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হলো ই-গভর্নেন্স। এর মাধ্যমে তথ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত হয়। তাই উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলোসহ আরো অনেক বিষয়ে জনগণ ঘরে বসেই সেবা পেতে পারে।

ই-গভর্নেন্স তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়ায়। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খাতে সরকার সে সেবা দেয় তা জনগণের কাছে পৌঁছানো সহজতর হয়। ট্রেন ও বাসের টিকেট কাটা, পাসপোর্টের আবেদন জমা দেওয়া, সরকারি চাকরির আবেদন করা ইত্যাদি কাজ মানুষ সহজেই অনলাইনে করতে পারে ই-গভর্নেন্স পদ্ধতি চালু হওয়ার কারণে। ই-গভর্নেন্স পদ্ধতির ই-হেলথ, ই-লার্নিং, ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং প্রভৃতি সেবা জনগণ ঘরে বসেই পেতে পারে। ইন্টারনেট সুবিধা থাকার কারণে ইলেকট্রনিক শেয়ার ও ম্যানেজমেন্ট, বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ঘোষণা, আলোচনা, নিউজ সার্ভিস, ওয়েব মেইল চেকিং সম্ভব হয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ঘটে বলে জনগণকে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। এছাড়া অনলাইনে তথ্য সরবরাহ করা হলে জনগণকে আর অফিস বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দৌড়াতে হয় না বলে ঘরে বসেই তারা প্রয়োজনীয় সেবা পায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ই-গভর্নেন্স পদ্ধতি যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে উদ্দীপকে বর্ণিত সুবিধাসমূহ ছাড়াও জনগণ আরো অনেক সেবা ঘরে বসেই পেতে পারে।

প্রশ্ন ৪২ পৃথিবীতে অনেক উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। যেখানে বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সরকার জনকল্যাণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। সরকারি ও বেসরকারি সকল স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের ওপর জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাপটপ বিতরণ করছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মালমনিরহাট] প্রশ্ন নং ৪/

- ক. G2C দ্বারা ই-গভর্নেন্সের কোন মডেলকে বোঝায়? ১
খ. ই-সেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বাংলাদেশ সরকার কী প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তুমি মনে করে? তোমার মতামত দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক G2C (Government to citizens) দ্বারা সরকার থেকে নাগরিক এর সম্পর্ক মডেলকে বোঝানো হয়েছে।

খ তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নাগরিককে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই ই-সেবা।

ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় নাগরিকগণ সরকারের নিকট থেকে বিভিন্ন সেবা পেয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সেবা হলো- অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন, নাগরিকত্ব সনদ প্রদান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, আয়কর সংক্রান্ত সেবা, বিল প্রদান, চাকরিসংক্রান্ত তথ্য প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফরম পূরণ ও আবেদন, ভ্রমণ টিকিট প্রদান ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৪৩ বিগত বছরগুলোতে সারা বিশ্বে ই-গভর্নেন্সের ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উন্নত বিশ্বে এর সুবিধা জনগণ ভোগ করলেও আমাদের দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর পর্যাপ্ত সুবিধা পায়নি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। আবার স্বল্প উন্নত দেশে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ] প্রশ্ন নং ৪/

- ক. ই-গভর্নেন্স কী? ১
খ. দৈনন্দিন প্রয়োজনে ই-গভর্নেন্স ব্যবহৃত এমন পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ। ২
গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা লিখ। ৩
ঘ. আমাদের দেশে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা কী কী হতে পারে? ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।

খ দৈনন্দিন প্রয়োজনে ই-গভর্নেন্স ব্যবহৃত হয় এমন পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো—

১. বাংলাদেশ সচিবালয়
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৪. ইউনিয়ন পরিষদ ও
৫. সরকারি বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের ভূমিকা অপরিমিত।

সুশাসন বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে সরকার হবে দক্ষ, কার্যকর ও জনগণের অংশগ্রহণমূলক এবং দেশের সম্পদ ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পাদনের বিষয়গুলোতে থাকবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা। আধুনিককালে ই-গভর্নেন্স ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না।

ই-গভর্নেন্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারের উন্নততর সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত সেবা ও তথ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নাগরিকদের প্রদান করে জনগণের দুর্ভোগ হ্রাস করতে সক্ষম হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় জনগণ এখন তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরে বসেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে, ফলে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারের দক্ষতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যের অবাধ ও দ্রুত লেনদেনের মাধ্যমে প্রশাসন আরো কার্যকর হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের নিকট তথ্য প্রাপ্তি অনেক সহজলভ্য করে তুলেছে। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্স চালু করা সম্ভব হলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকটা সহায়ক হবে। রাজনৈতিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারের আচরণে গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকাশ পায় এবং সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, সার্বিক আলোচনা থেকে প্রমাণ হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ঘ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। এজন্য এটি বাস্তবায়নের রয়েছে নানা বাধা বিপত্তি। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে মানুষ যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে সেখানে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে আরও অধিক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

আইনগত কাঠামোর অভাবে ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে তেমন কোনো আইন নেই এবং ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রে বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো আইন নেই। উন্নয়নশীল ও স্বল্প উন্নত দেশসমূহে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছে। এসব দেশগুলোতে সরকারের উপযুক্ত নজরদারি ও সহায়তার অভাবে খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কাজ করছে। ফলে এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠতে পারছে না। চারদিকে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় কোম্পানিগুলো পেশাদারিত্ব এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপরিপূর্ণ বিদ্যুৎ সুবিধার কারণে সামান্য সংখ্যক লোক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করলেও তাদের প্রতিনিয়ত লোডশেডিং ভোগ করতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের খবর বেশি হওয়ায় জনগণ ই-গভর্নেন্সের সুবিধা পাচ্ছে না। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হলো সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা তথ্য প্রযুক্তির প্রধান ভাষা হলো ইংরেজি। ইংরেজির প্রভাব বিদ্যমান থাকার কারণে ই-গভর্নেন্স বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার প্রচারণার অভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ জানেই না তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে কী ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। সাইবার অপরাধ এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সরকার ও জনগণের আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেসব দূর করতে হবে। উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকা আবশ্যিক এবং নাগরিক সচেতনতা দরকার।